সব গল্প একরকম নয়

ডি. অমিতাভ

অরণ্যমন প্রকাশনী

সূ চি প ত্র

বংশগতি	৯
স্পর্শ ও অস্পর্শ	১৫
বদরক্ত	২০
অসমাপ্ত	২৬
অতীতচিহ্ন	৩৪
স্ট্রবেরি সুগন্ধ	৪০
কবি	৪৬
ওড়াওড়ি	৫২
আত্মবিশ্বাস	৫৮
মৌমাছিমানুষ	৬৫
হালাল মাংস পাওয়া যায়	৮০
ভাবনা	৮৬
অরক্ষণীয়া	৯২
অজ্ঞাতবাস অথবা মহাপ্রস্থান	৯৮
সাদা কাগজের চিঠি	১০৬
সৃষ্টির গল্প	১১৩
সংরক্ষণ	১১৮
লালনধাম	১২৫
মাছচুরি	১৩১
শব্দছক	১৩৫
বুলি	১৪১
আপেলরঙা মানুষ	১৪৮
সব গল্প একরকম নয়	১৫৪

বংশগতি

"ও বাবা, আমাদের পুজোর জামা কবে কিনে দেবে?"

"দাঁড়া না, পুজোর এখন অনেক বাকি আছে!"

"সবার তো জামা কেনা হয়ে গেছে মহালয়ার আগেই। আমাদের কবে হবে, বাবা?"

"ওদের জামা পুরানো হয়ে যাবে। পুজোর সময় দেখবি তোদের জামাটাই নতুন থাকবে!"

মহালয়ার আগে জামাকাপড় কিনলে দুর্গাপূজার সময় সেই জামা কীভাবে পুরানো হয়ে যায় সে-সব জানার বয়স বা বুদ্ধি ক্লাস থ্রি-তে পড়া আমার হয়নি। আমি শুধু জানি আজ পঞ্চমীর সকাল, শিউলিতলায় বিছানো ফুল আর আকাশের তুলোমেঘের মধ্যে পৃথিবী বলে যে অংশটা আছে, তার পুরোটা জুড়ে দুর্গাপূজা এসে দাঁড়িয়েছে। গ্রামের দুর্গাদালানে লক্ষ্মী-সরস্বতী-কার্তিক-গণেশের গায়ে রঙ চড়ে গেছে। পাশের গ্রাম বসন্তপুরে সরকারদের আটচালার দুর্গাপূজা এ-অঞ্চলের সবথেকে পুরানো। সেখানে রাতে জেনারেটর দিনের মতো আলো দিয়ে ধক্‌ধক্ করে জাগে। প্যান্ডেলের কাছে গেলেই মনে হয় পৃথিবীর হৃৎস্পন্দন শুনছি। সেই জেনারেটর কালই এসে পড়বে। পরশু থেকে চলবে, মানে বড়োপূজা শুরু অথচ আমার নতুন জামাই হয়নি।

নতুন জামা না হলে উৎসবে যোগ দেব কী করে! পৃথিবীর সব উৎসবে যোগ দেওয়ার প্রধান শর্ত নতুন জামাকাপড়। এটা আমাকে কেউ বলে দেয়নি। কিন্তু ওই যে বললাম, শিউলিফুল আর পেঁজা মেঘের পৃথিবীটা দুর্গাপূজা নিয়ে জেগে থাকে নতুন জামাকাপড়ে। বুঝে গেছি পূজায় নতুন জামা-প্যান্ট কেনা না হওয়া পর্যন্ত আমার পূজাই শুরু হবে না। নতুন জামা চাই, চা-আ-ই!

ষষ্ঠীর সন্ধ্যায় বাবা অফিস থেকে ফিরলে জামা-প্যান্ট কিনতে বের হই। জুতো কি কিনে দেবে বাবা? গত বছরের জুতোটা এখনও ভালো আছে, ছোটোও হয়নি! গত দু'দিন বারবার পা ঢুকিয়ে দেখেছি পা ঢোকালে কিছুতেই আটকাচ্ছে না। নির্ঘাত বাবা জুতো কিনে দেবে না। আমিও মনকে মানাচ্ছি— উৎসবের সঙ্গে জুতো নয়, জামা-প্যান্টের সম্পর্ক।

ভাই ছোটো। চই-চই হামাগুড়ি থেকে সবে হাঁটি-হাঁটি পা-পা। সে এখনও উৎসব মাখা কী জানে না। তবে মা জানত উৎসবের পরশ মাখতে। বিয়ের আগে মামার বাড়িতে উৎসবের আনন্দ মাখত খুব, মামা-মাসিদের সঙ্গে। মায়ের বাবা দিলদরিয়া মানুষ ছিল। কিন্তু বিয়ের পর থেকে মা না পেতে-পেতে চাওয়াটাই ভুলে গেছে।

ভাই বা মা না চাইলেও আমি চাইতে ছাড়ছি না। পাড়া-প্রতিবেশী আর ইস্কুলের বন্ধুদের সবার নতুন জামা হয়ে গেছে। আমি ছাড়ার পাত্র নই। আর ছাড়বই বা কেন! আমাদের তো অভাবের সংসার নয়। জমিজায়গা বেশ অনেক। বাড়ির লাগোয়া বাগান, পুকুর অনেকগুলো। তার থেকেও বড়ো কথা, আমার বাবা চাকরি করে। সরকারি চাকরি। এ-অঞ্চলে সামান্য কয়েকজনই সরকারি চাকুরে।

গ্রাম থেকে অনেকটা হেঁটে ট্রেনরাস্তা। ট্রেন চড়ে বেশ কিছুটা গেলে গঞ্জের বাজার। মাঝে পাঁচটা স্টেশান। ট্রেন থেকেই দেখা যাচ্ছে প্যান্ডেলের আলো। দুটো প্রতিমাও দেখা হয়ে গেছে। অন্য সময় হলে ঠাকুর গোনা শুরু করে দিতাম। এক... দুই... তিন... মোট চোদ্দোটা ঠাকুর দেখেছি এ-বছর। গ্রামের বন্ধুদের সঙ্গে বা স্কুল খুললে সহপাঠীদের সঙ্গে ঠাকুর দেখার প্রতিযোগিতা চলবে। ঠাকুর গোনায় জল মেশায় সবাই, আমিও। কখনো-কখনো ধরা পড়েও যায়— "বলতো রাধামাধবপুরের অসুরের চুলের রঙ কী?" বা "বামনগাছির কার্তিকটা কেমন বল!"

আমার এখন কোনোদিকে মন নেই। না ঠাকুর, না ঠাকুর গোনায়। আমার মন পড়ে আছে নতুন জামার দিকে। এ-বছর লাল জামা নেব। পাশের বাড়ির জিতুর টেরিলিনের লাল জামাটা খুব মনে ধরেছে। এ-বছর খুব হিট। 'ব্যাগি' না 'বগি' কী একটা নাম।

দোকানে পৌঁছে যেন চাঁদের পাহাড়ে এসেছি মনে হল। কত্ত জামা! চকচকে টেরিলিন-টেরিকট ঝুলছে।

"না না, টেরিকট-টেরিলিন না, সুতির জামা দেখাও, ভাই! ওর স্কিন ডিজিজ আছে। ডাক্তারের বারণ আছে।"

বাবার কথায় মনে পড়ে অনেক ছোটোবেলায় আমার স্কিন ডিজিজ হয়েছিল বটে। ডাক্তারও দেখাতে হয়েছিল। কিন্তু কমদামি সুতির জামা পরতে বলেছে জানা ছিল না। দু'দিন কান্নাকাটি করে জামা কেনা হল, তা-ও ম্যাড়মেড়ে রঙের ন্যাকড়া কাপড়ের। জিতুর জামাটা কী সুন্দর। নিশ্চয়ই অনেক দাম ওর জামাটার। বাবা দামের জন্যই কিনে দিল না টেরিলিনের লাল জামা!

২

আমার বাবা কৃপণ সবাই জানে। অফিস, পাড়াপ্রতিবেশী মায় দু'-চারজন গ্রামের লোকের কাছে কৃপণ হিসাবে বাবার নাম আছে। তবু কেউ-কেউ জানা উত্তরের প্রশ্ন করে বাবাকে, "আচ্ছা শুদ্ধদা, তুমি এত কৃপণ কেন?"

"তোরা বুঝি সোনাভাজা আর হিরেচচ্চড়ি খাস!"

বাবা কখনও নিজের কৃপণতার কথা গোপন করতে চায়নি। বরং কৃপণতা নিয়ে তার প্রচ্ছন্ন গর্ব আছে। কৃপণতার কারণেই বাবার সম্পদশালী হয়ে ওঠা। ঠাকুরদার থেকে পাওয়া সম্পত্তি বাড়িয়েছে কয়েকগুণ। অন্য কাকারা যেখানে খেয়ে ফতুর, বাবা জমি-পুকুর কিনেছে। গঞ্জেরবাজারে নতুন খোলা রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের শাখায় টাকাও জমেছে অনেক। মা-কে বলেছে, "দামি শাড়ি পরে কী হবে, গঞ্জেরবাজারের ব্যাঙ্কে তোমার নামে কত টাকা আছে জানো? আশি হাজার। দু'বছর পরেই লাখপতি হয়ে যাব আমরা!"

"তুমি হবে, আমি না।"

"তোমার নামেই তো রাখা আছে গো টাকা।"

"ছেঁড়া শাড়ি পরে লাখপতি হয়ে আমার কাজ নেই। তোমার টাকা তুমিই ভোগ করো। আমার লাগবে না।"

মায়ের কথায় বাবা রাগ করে না। কৃপণদের রাগ সাধারণত কম হয়। বিশেষ করে কার্পণ্য নিয়ে হাজার কথা শুনতে তারা প্রস্তুত। তা-ছাড়া, বাবা মনে করে মিতব্যয়ী হওয়া চরিত্রদোষ নয়, বরং সৎচরিত্রের লক্ষণ। সবাই চাইলেই মিতব্যয়ী হতে পারে না। সে-কথা বাবা মা-কে প্রায়ই উপদেশের মতো শোনাতে চায়। আমার নির্বিরোধী মা শুধু বাবার ওপরেই অভিমান দেখাত রাগের মতো করে, "তুমি মিতব্যয়ী নও, কঞ্জুস। কিপটের গাছ!"

"ওই দেখো!"

"কিপটে-কঞ্জুস না হলে নিজের ছেলেদের কেউ কষ্ট দেয়!"

"কষ্ট না দিলে, সহজে পেলে যে নষ্ট করবে ভবিষ্যতে। যখন জানবে, বুঝবে বাবা কষ্ট করে জমিজায়গা, বিষয়সম্পত্তি করেছে তবে দাম দেবে সম্পদের।"

"তুমি মিছিমিছি কষ্ট করো। স্বভাবদোষে কষ্ট দাও আমাদেরও! কুয়োর ভেতর বালতির মতো নেমে যাও আর ওঠো না। একবালতি জল খরচেও ভয়। যদি কুয়োর জল শেষ হয়ে যায়!"

"বাহ্, বেশ বললে তো! তবে আমার এই ডালভাতের জীবনই ভালো। বাহারলুতি বেরোরা করে। আমার দ্বারা ও-সব হবে না!"

"বাহারলুতি কে করতে বলছে!" বলতে-বলতে মা বালতি নিয়ে ঘাটে চলে যায়। বাবা পিছু-পিছু যায় মায়ের রাগ ভাঙাতে।

অভাব থাকলেই সুখ পালায় না। কৃত্রিম অভাবেও না। অভাবের সঙ্গে সুখকে বসত করাতে বাবা জানে। মা-কে সারাজীবনই মানিয়ে নিয়েছে ব্যয়সংকোচের জীবনে। আমাদের দুই ভাইকে কখনোই বাবা ধর্তব্যের মধ্যে আনেনি। নরম স্বৈরচারী না হলে কৃপণতা দীর্ঘদিন ধরে রাখা যায় না, বাবা জানে। জানে বলেই নরম ক্যাকটাস জীবনটা চালিয়ে যেতে পারে।

কৃপণ হলেও বাবা হাতভারী না। যার যা পাওনা ঠিক সময়ে দিয়ে দেয়। বাকির মুদি দোকানি তো বাবাকে খাতির করে খুব। মাসপয়লায় টাকা পেয়ে যায়। আমাদের জমিতে মজুরের অভাব কখনও হয়নি। 'শুদ্ধদার জমিতে' কাজ করলে দুপুরের টিফিনে পান্তা একটু কম হয়, কাজ একটু টেনে করতে হলেও মজুরি ঠিক সময়ে পাওয়া যাবে সেটা তারা জানে। অফিসে মাইনে পেলেই বাবা মজুরদের বাড়ি-বাড়ি গিয়ে বুঝিয়ে টাকা দিয়ে আসে।

অফিসেও বড়োবাবু থেকে পিয়োন পর্যন্ত সবাই শুদ্ধসত্ত্ব ঘোষকে ভালোবাসে অন্য একটা কারণে। সরকারি অফিসে নানান চোরাবালি থাকে। অফিসের ছোটোখাটো হুল্লোড়ে শুদ্ধবাবু থাকে ঠিকই কিন্তু টাকা-পয়সার ব্যাপারে বাবা বিচ্ছিন্ন ধূসর দ্বীপে একা বসে থাকে। অসৎ টাকায় নিজেকে রঙিন করতে চায় না। এক পয়সা যেমন বেশি খরচ করে না, তেমনই উপরির দিকেও নজর দেয় না। অসৎ মানুষরা যেমন কৃপণ হতে পারে না উপঢৌকনের লোভে, তেমনই হয়তো উলটোটাও সত্যি, কৃপণ মানুষ কখনও অসৎ হয় না। অসৎ হলে কার্পণ্যের দরকার হত না।